যায়যায়দিন

তারিখ 15 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

এডুকেশন ও রিসোর্স

শিশুর প্রয়োজন শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার শিশুর মেধা বিকাশে বর্তমানে এক বিজ্ঞানসম্মত উপায়। তাই দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা উপকরণ নিয়ে লিখেছেন মাহমুদ শরীফ। ছবি তুলেছেন হাসান বিপুল

আরব মিশন পাবলিক স্কুলের নার্সারির শিক্ষার্থী নবীন কাদা-বালি মেখে একেবারে ভূত। রঙ-পেন্সিলের রঙের মাখামাখিতে খাতাপত্র, পোশাক সব রঙিন। শিক্ষকের কাছে তার স্বপ্রতিভ উক্তি, মিস, নৌকা বানানোটা খুব ভালো হয়েছে। এর পরপরই তার সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, আপেলটা কি আরো গাঢ় রঙ দিয়ে আঁকতে হবে? এ রকম হাজারো প্রশ্ন। নার্সারির শিক্ষিকা ইসমত আরা কণা হাসিমুখে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এখন ঢাকা শহরের প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্লে বা নার্সারির এটি সাধারণ দৃশ্য।

স্কুলে যাওয়ার কারণে হঠাৎ করে পরিবেশের যে পরিবর্তন ঘটে, এটি শিশুর মানসিকতায় প্রভাব ফেলে। এ সময় নতুনকে জানতে ও তার স্বাদ উপভোগ করতে শিশুর মনে তীব্র কৌতূহল কাজ করে। এ ধাপে তাদের মানসিক পরিচর্যা খুবই জরুরি। প্রত্যেক শিশুই বিশ্বাস করে তার মা সব জানে। তার সেই ছোট্ট বিশ্বাসটুকু সামলাতে হয় খুব যত্নে। হঠাৎ তৈরি হওয়া এ পরিবর্তনে যাতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে সে জন্য নার্সারি বা প্লে গ্রুপের টিচাররা দ্রুত তাদের সঙ্গে সহজ একটি সম্পর্ক গড়ে তোলেন। শিশু শিক্ষার্থীরাও ধীরে ধীরে এর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমেই তাদের দোলনা, রাইডিং, স্লিপার ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। যেন ঘর ছেড়ে স্কুলে এসে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা একটি বিনোদনমুখী, আনন্দময় পরিবেশ পায়। তারপর শুরু হয় আনুষ্ঠানিক কিছু সিলেবাসের সঙ্গে পরিচিতি। চেষ্টা করা হয় স্কুলের সঙ্গে ভালোবাসা বা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে। যাতে মানসিক বিকাশ রুদ্ধ না হয়।

এ তো গেল ঢাকার কিন্ডারগার্টেন স্কুলের অংশবিশেষের চিত্র। এর ঠিক উল্টোপিঠেই থাকা ঢাকা শহরের সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোর যে দৈন্যদশা, তাতে কোনো সচেতন অভিভাবকই বাচ্চাদের প্রাইমারি স্কুলে পাঠাতে ভরসা পান না। শিক্ষকের লেকচার শুনলেও ক্লাসে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করার বা কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ থাকছে না, এমন সনাতন পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের পড়াতে আগ্রহ বোধ করেন না অভিভাবকরা। তাদের কাছে 'কিন্ডারগার্টেন' নামে রচিত ইংরেজি মাধ্যম ধান্য পাচ্ছে। এর কারণও ছে। তা হলো ভালো লের গুরুত্ব অনেকখানি নির্ভর করে শিশুর মানসিক গঠনে সহায়তা, পাঠ্য বিষয় শেখানোর পদ্ধতি, বই নির্বাচন ইত্যাদির ওপর। প্লে বা নার্সারিতে শিশু উপযোগী শিক্ষা পরিবেশ, উপকরণ ও শিক্ষকের আচরণকে কেন্দ্র করেই এখানে ভর্তি হওয়া শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত এক শিক্ষা-জার্নালে বলা হয়েছে, শিশুদের বয়স দু'তিন বছর না হতেই তাদের স্কুলে ভর্তির যে ধারা সম্প্রতি শুরু হয়েছে, তা অনুচিত এবং ক্ষতিকর। বিজ্ঞানমতে, চার বছর বয়সের আগে শিশুদের কখনোই স্কুলে পাঠানো উচিত নয়। তাই প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ সময়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতেও এসেছে পরিবর্তন। এখন আধুনিক শিক্ষা উপকরণ দিয়ে বাস্তবমুখী ও বিনোদনধর্মী পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে শিক্ষাদান এখন কেবল শুধু মৌখিক বিষয়ই নয়, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নানা ধরনের খেলনা ও শিক্ষা-সরঞ্জাম।

গবেষকদের মতে, শিশুর মস্তিষ্কে রয়েছে দশ মিলিয়ন মস্তিষ্ক কোষ। এগুলোর যথাযথ সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে শিশুর শেখার প্রবণতা, জানার ক্ষমতা এবং বুদ্ধির বিকাশ। তাই দরকার সঠিক শিক্ষা উপকরণ, সিলেবাস, শিক্ষকের আন্তরিকতা এবং অভিভাবকদের তৎপরতা।

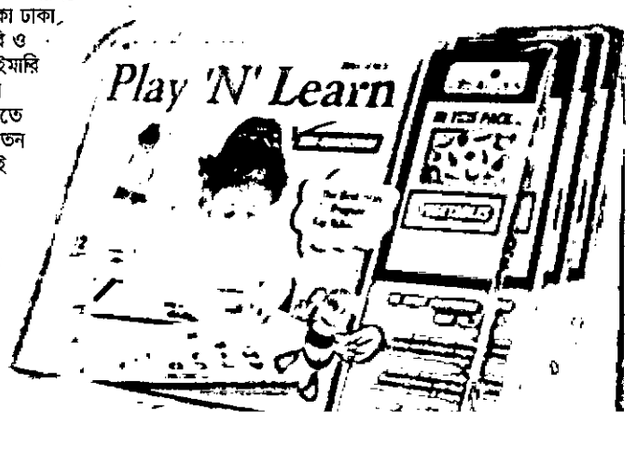

বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা

কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ইন্টারঅ্যাকটিভ, আনন্দময় অথচ প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে এবং আবহ, শব্দ, ছবি, অ্যানিমেশন, ভিডিওসহ বিভিন্ন প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে প্লে বা নার্সারির শিক্ষাদান শুরু হয়। এটি শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে আধুনিক সংযোজন। এখানে উপকরণ হিসেবে আছে অ্যালফাবেট কেটারপিলার, পাজল বোর্ড, পাজল ফ্ল্যাশ কার্ড, কালার কার্পেট, অ্যালফাবেট পিরামিড, স্ক্রেবল, ব্লক-বিল্ডিং ম্যাজিক স্লেট, বিভিন্ন ধরনের চার্ট, স্ট্রেস, থম্ব পৃন্টিং, অ্যালফাবেটিকাল হ্যান্ড রাইটিং, বেসিক ড্রয়িং বোর্ড ইত্যাদি।

দেশীয় উপকরণে আছে বালি দিয়ে সূর্যঘড়ি নির্মাণ, কাদামাটি ও ময়দা দিয়ে খেলনা, বিভিন্ন নমুনা বানানো ইত্যাদি। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে আছে পাসিং দি পিলো, থ্রোয়িং, শিশুদের উপযোগী বাস্কেট বল, কোর্ট ইত্যাদি। অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল সামিরা হোসেন-এর কাছে শিক্ষা-উপকরণ প্রয়োগের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক করতে হবে। এ জন্য উন্নত বিশ্বের শিক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্ন, নমুনা সংগ্রহ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

ভিজ্যুয়াল সফটওয়্যার

নতুনত্ব ও বিষয়বৈচিত্র্যে ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে 'এডুকেশনাল সফটওয়্যার'। ব্যবহারিক দিক দিয়েও এটি অনেক কার্যকর। এ রকম কয়েকটি সফটওয়্যার হলো ইয়োরি, পোকো-হান্টস, ইন্সট্যান্ট রিডিং অ্যাসিসটান্ট। এ সফটওয়্যারগুলোতে রয়েছে লেসন, কালার এবং পৃন্ট করার ধারণা। এর মাধ্যমে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা একই সঙ্গে শিখছে অ্যালফাবেট, রঙ এবং ভুল-শুদ্ধ যাচাই। আরো রয়েছে রাইমস সিডি, ফনিক্স